২৪-১০-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এই পতিত ভারতকে পবিত্র করার সেবায় সেবারত থাকতে হবে, বিঘ্ন নাশ করতে হবে, নিরুৎসাহিত হবে না"

প্রশ্নঃ- গৃহস্থে থেকে কোন্ স্মৃতিতে থাকা অত্যন্ত আবশ্যক?

উত্তর :- গৃহস্থে থেকে এই স্মৃতি যেন থাকে যে আমরা ঈশ্বরীয় স্টুডেন্ট। স্টুডেন্টদের পড়াশোনা ও টিচার সদা স্মরণে থাকে। তারা কখনো গাফিলতি করে নিজের সময় নষ্ট করেনা, তাদের কাছে সময়ের মূল্য অনেক।

প্রশ্নঃ- মানুষের সবচেয়ে বড় অজ্ঞানতার প্রমাণ কি ?

উত্তর :- তারা যার পুজো করে তাকেই নাম রূপ বিহীন বলে দেয়-- এটাই হল সবচেয়ে বড় অজ্ঞানতার প্রমাণ। আহ্বান করে, মন্দির বানিয়ে পুজো করে, তাহলে নাম রূপ বিহীন কি করে হতে পারে। সবাইকে তাই পরমাত্মার সত্য পরিচয় দিতে হবে তোমাদের ।

গান : - শৈশবের দিন গুলি ভুলে যেও না...

ওমশান্তি। বেহদের বাবা বাচ্চাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন অথবা সতর্ক করছেন যে যখন রামের হয়েছ তখন এই শৈশবের বা ঈশ্বরীয় শৈশবকাল ভুলে যেওনা। এমন যেন না হয় রামের শৈশব থেকে দূরে সরে গিয়ে রাবণের কাছে চলে গেলে । তাহলে তো খুব আফসোস হবে। এই কথাটিও বোঝানো হয় যে যদি মহান থেকে মহান মূর্খ দেখতে চাও তো এখানে দেখ যারা পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। তোমরা ভাবতে পারো যে তাদের কি গতি হবে ! এখানকার মহারথী হল গজ , যাকে কুমীর রূপী মায়া গিলে নেয়। এই বাবা সামনে বসে বোঝাচ্ছেন --- মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা মায়া খুব সাংঘাতিক। এমন যেন না হয় যে বেহদের বাবার হাত ছেড়ে দিলে তোমরা ! ইনি হলেন পরম পিতা, পরপারের নিবাসী পিতা , পতিত-পাবন। এমন পিতার হাত কখনও ছাড়বেনা । নাহলে কাঁদতে হবে। অনেক ভালো ভালো বাচ্চারা যাদের বাবা বড় বড় টাইটেল দিয়েছেন , তারাও হাত ছেড়ে দিয়েছে। বাবা কাউকে কাউকে আবার একটু বেশি ভালোবাসাও দিয়ে থাকেন যাতে কোথাও পড়ে না যায়। এমন গায়নও আছে। এমন না হয় মায়া তোমাদের টেনে নিয়ে গেল ! তাহলে কিন্তু আফসোস হবে। বাস্তবে সত্যিকারের যুদ্ধ হল তোমাদের - তোমরা মায়াকে পরাজিত করো।

এখন তোমরা অপবিত্র থেকে পবিত্রে হও। পতিত স্থানকে তোমরা পবিত্র স্থানে পরিণত করো। পবিত্র স্থান তো এখানে নেই। এই সময়ে সম্পূর্ণ দুনিয়া হল অপবিত্র স্থান। পবিত্র হল দেবী দেবতারা। তোমরা অপবিত্র ভারতকে পবিত্র করো। এইসব যে প্রদর্শনী ইত্যাদি করো, সবই অপবিত্রকে পবিত্র করতে। তোমরা ভারতের সত্যিকারের সেবা করো কিনা। হ্যাঁ, বিঘ্ন নাশও করতে হবে, এতে হতাশ বা অলস হবেনা। যে কোনো অবস্থায় সার্ভিস করতেই হবে, পতিতদের পবিত্র করার। এটাই হল তোমাদের ধান্দা, আর কিছুর সঙ্গে তোমাদের সম্বন্ধ নেই। দেখতে হবে আমরা কতজনকে অপবিত্র

থেকে পবিত্র করেছি। এই ভারত স্বর্গ ছিল , পবিত্র দুনিয়া ছিল। এইসময় পবিত্র ও অপবিত্রের জ্ঞান কারো নেই। পবিত্র স্থান হল নতুন দুনিয়া, পরে পুরানো হলে অপবিত্র হয় , পতিত তমোপ্রধান হয়।

তাই রুহানী বাবা সামনে বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে বরাবর আমরা পবিত্র স্থানের স্থাপনা করছি। ভারত পবিত্র স্থান ছিল, এখন অপবিত্র স্থান হয়েছে। নতুন বাড়ি পুরানো হবে নিশ্চয়ই। এই বোধ নতুন দুনিয়ায় থাকেনা। এখন বাচ্চারা তোমাদের এই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে। যতই লক্ষ বছর বলুক না কেন শেষমেশ পুরানো তো হবেই। পুরানো নাম-ই হল কলিযুগ। নবযুগ ও পুরাতন যুগের কথা শুধু তোমরা বাচ্চারাই জানো। এখন নবযুগ আসছে। আমরা আবার এই জ্ঞান বাবার কাছে প্রাপ্ত করছি , পবিত্র স্বরাজ্য প্রাপ্তির জন্যে। স্টুডেন্ট কখনো পড়াশোনা ও টিচারকে ভুলতে পারে কি ? তোমরাও হলে স্টুডেন্ট, গৃহস্থে থেকে এই কথাটি যেন মনে থাকে যে আমরা পড়ছি। এই পড়াশোনায় সময় বেশী লাগে। মাঝখানে কেউ পড়ে যায়, কেউ হেরে যায়। মুখে বলে, লিখেও দেয় শিববাবা কেয়ার অফ ব্রহ্মা। বাবাকে প্রেম ভরা পত্র লেখে , আমরা জীবের আত্মা পরম পিতা পরমাত্মাকে পত্র লিখি। তারা বলে হে পরমাত্মা রক্ষা করো , শান্তি দাও। বাবা ছাড়া কেউ শান্তি দিতে পারবেনা। বাবাকে তো আসতেই হবে। ভক্তের রক্ষক গায়ন আছে। জীবনমুক্তি দাও, শান্তি দাও , মুক্ত করো , আমরা যেন জীবিত থেকে মুক্তি পাই। সেসব তো সত্যযুগে হয়। এখানে তো জীবন বদ্ধ । এই কথাগুলো তোমরা ভালো করে বুঝেছ এবং বাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন, আর কারো বুদ্ধিতে ড্রামার রহস্য জানা নেই। তিন কালের, আদি মধ্য অন্তের কথা কেউ জানেনা। তোমরা সবকিছু জানো কিন্তু খুব সাধারণ, গুপ্ত তোমরা। তারা বাইরে গিয়ে দৈহিক ড্রিল করে , শেখে। তোমাদের এ হল রুহানী ড্রিল। কারো জানা নেই এরাও হল যোদ্ধা, যারা (মায়ার সাথে) লড়াই করে । মহাভারতের যুদ্ধ দেখানো হয়েছে, সেই যুদ্ধ হয়েছে কিভাবে ? মহাভারতের যুদ্ধ ভগবান করিয়াছেন, এমন বলে তারা। এবারে ভগবান হিংসা পূর্ণ যুদ্ধ কিভাবে করাবেন ? ভগবান যুদ্ধ করা শিখিয়েছেন রাবণকে পরাজিত করতে। তিনি বোঝান তোমরা ১৬ কলা সম্পূর্ণ ছিলে। তোমরা মুলবতন অর্থাৎ নিরাকার ধাম পরমধাম থেকে অশরীরী এসেছিলে তারপরে এখানে এসে শরীর রূপী বস্ত্র ধারণ করে সত্যযুগে রাজত্ব করেছ। মনে পড়ে তাইনা ? বলে হ্যাঁ বাবা, এখন আমাদের মনে পড়েছে যে বরাবর আমরা দৈবী রাজ্যের মালিক ছিলাম। তারপর সব কিছু হারিয়ে ফেলি । এখন আমরা যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়ে আছি। মায়াকে পরাজিত করব নিশ্চয়ই। কাম চিতায় বসে মানুষের মুখ কালো হয়ে যায়। কালো শব্দটি বড়ই রূঢ়, তাই শ্যামলা বলা হয়। কৃষ্ণ ও নারায়ণকে শ্যামলা বর্ণ করে দিয়েছে। এমন কোনো মানুষ হয়না। মানুষ তো গৌর বর্ণ ও শ্যাম বর্ণ হয়। লৌহযুগীদের শ্যাম বর্ণ বলা হবে। লৌকিক বাবাও বলে তোমরা মুখ কালো করে কুলকে কলঙ্কিত করো। বেহদের বাবা বলেন তোমরা অসুরী মতানুসারে দৈবী কুলকে কলঙ্কিত করেছ তাই শ্যাম বর্ণে পরিণত হয়েছ। সম্পূর্ণ শ্যাম বর্ণে পরিণত হতে অর্ধকল্প সময় লাগে আর গৌর বর্ণে পরিণত হতে এক সেকেন্ড। বাচ্চাদের এখন ড্রামার আদি মধ্য অন্তের স্মৃতি আছে অন্য ধর্মের লোকেদের এই স্মৃতি আসবেনা। বিস্মৃতিও তোমাদের হয়েছে , স্মৃতিও তোমাদেরই এসেছে। তোমরা দৈবী রাজ্য স্থানের মালিক ছিলে। এখানে অনেক রাজারা রাজত্ব করেছে, তাই নাম হয়েছে রাজস্থান। এখন হয়েছে পঞ্চায়তি রাজ্য। এখন তোমরা পুরুষার্থ করছ -- মহারানী মহারাজা হওয়ার জন্যে। ড্রামার প্ল্যান অনুসারে এমনই হয়েছিল। স্বর্গ, চক্র পরিবর্তন করে নরকে পরিণত হয়। এখন তোমরা অপবিত্র থেকে পবিত্র স্থানে গিয়ে রাজত্ব করার পুরুষার্থ করছ। তোমাদের পড়াশোনা হল খুবই সাধারণ। 'অল্ফ' আর 'বে' স্মরণ করতে হবে। বাবা বলেন মামেকম্ স্মরণ করো তো তোমাদের

বিকর্ম বিনাশ হবে। রাজত্ব স্মরণ করলেই রাজত্বের অধিকারী হবে । তারা বলে যে বলো আমি মহিষ , আমি মহিষ (আমি মহিষ আমি মহিষ বলতে বলতে মহিষে পরিণত হবে).... কিন্তু এ কথা তো সত্য নয়। তোমরা আত্মারা বলো আমরা বিষ্ণু রূপে পরিণত হব। কিভাবে হব ? বলে আমায় স্মরণ করো আর বিষ্ণুপুরী রাজধানীকে স্মরণ করো। প্রবৃত্তি মার্গ হওয়ার জন্যে বিষ্ণুর নাম নেওয়া হয়। সেখানেও লক্ষ্মী নারায়ণের সিংহাসনের পিছনে বিষ্ণুর ছবি প্রমাণ চিহ্ন রূপে থাকে। চিত্র ইত্যাদি এমনই তৈরি হয়। বাবা রহস্য বলে দিচ্ছেন --- সেখানকার এমন নিয়ম আছে পরবর্তীকালে সেই লক্ষ্মী নারায়ণ চক্র পরিক্রমণ করে ব্রহ্মা সরস্বতী বা জগৎপিতা , জগৎ অম্বা রূপে পরিণত হন। ব্রহ্মাকে বলা হয় গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার । শিবকে বলা হয় ফাদার। সব আত্মারাই হল ব্রাদার্স। গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার মানুষ রূপে জন্ম নেন। সুতরাং এখন দেহ অভিমান ত্যাগ করে আত্ম অভিমানী হতে হবে। পরমাত্মা আত্ম অভিমানী করেন। এখানে তোমাদের ডবল লাইট আছে, নলেজ আছে। আত্ম অভিমানীও হও বাবাকেও স্মরণ করো, কারণ বর্সা নিতে হবে। দেবতারা পুরুষার্থ করে পাস্ট জন্মে বাবার কাছে উত্তরাধিকার নিয়েছে। তাঁদের স্মরণ করার প্রয়োজন নেই। সুতরাং বাচ্চাদের নতুন পয়েন্টস বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে। যুক্তি অনেক আছে। সর্ব প্রথমে বুদ্ধিতে এই কথাটি রাখো যে উঁচু থেকে উঁচু স্থান কোনটি ? নির্বাণ ধাম। আমরা আত্মারা নির্বাণ ধামের নিবাসী। পরম পিতা পরমাত্মা হলেন উঁচু থেকে উঁচু। ওঁনার স্থান হল উঁচু থেকে উঁচুতে, নাম মহিমা উভয়ই আছে। তিনি এসেছেনও ভারতে, তবেই তো এখানে স্মারক চিহ্নটি নির্মিত আছে, তাইনা। যদি কোনো কিছুর নাম রূপ না থাকে তাহলে সেই বস্তু আসবে কোথা থেকে যে লোকে পূজা করবে। সুতরাং এই কথাটিও তো ভুল তাইনা। পরমাত্মাকে নাম রূপ বিহীন বলা মানে , অজ্ঞানতার পরিচয় দেওয়া হল। শিবরাত্রিও ভারতেই পালন হয়। ভারত-ই প্রাচীন সত্যযুগ ছিল , এখন নেই। তো নিশ্চয়ই বাবা এসে সত্যযুগের স্থাপনা করেছেন। তাহলে দুঃখ কে দেয় ? কবে আরম্ভ হয় ? এইসব কেউ জানেনা। বাবা বসে বোঝান। এখন তোমাদের সেই ২১ জন্মের বেহদের বর্সা দিতে এসেছি। তোমরা কল্পে কল্পে এই পুরুষার্থ করেছ। বেহদের সুখের বর্সা, বেহদের বাবার কাছে প্রাপ্ত করেছ , যদিও এটি হল অন্তিম জন্ম, তাহলে সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে ভবিষ্যতের জন্য সম্পূর্ণ বর্সা প্রাপ্ত করা উচিত। ভক্তরা ভগবানকে স্মরণ করে নিশ্চয়ই বর্সা প্রাপ্তির জন্যে। ভগবান হলেন পতিত-পাবন , সদগতি দাতা। নর থেকে নারায়ণ করেন তিনি, আর তো কেউ করতে পারেনা। সত্যযুগে লক্ষ্মী নারায়ণের রাজত্ব ।তখন বলা হবে আগের জন্মে পুরুষার্থ করেছে তাই বাবা এখন তোমাদের পুরুষার্থ করাচ্ছেন , ভবিষ্যতের এমন পদ প্রাপ্তির জন্যে। পতিত দুনিয়ার শেষ সময়ে এসেই পবিত্র করবেন তাইনা। সেটি হল ভাইসলেস ওয়ার্ল্ড। তারপর কলা কম হয়। এখন হয়েছে ভিসস্ ওয়ার্ল্ড। বাবা বলেন এই পাঁচটি বিকারের দান করো এবং পবিত্র হও। স্মরণও করো এবং পবিত্রও হও। বি (Be) হোলী, বি (Be) রাজযোগী। গৃহস্থে থেকে একমাত্র শিববাবাকে স্মরণ করো আর কাউকে স্মরণ করলে ব্যভিচারী বলা হবে। ভক্তি মার্গে গৃহস্থে থেকে কখনো একে, কখনো অন্যকে স্মরণ করে। ফলে সেসব ব্যভিচারী স্মরণ হয়ে যায় আর তারা পবিত্র থাকেনা। তাই বাবা বলেন গৃহস্থে থেকে এক আমাকেই অর্থাৎ পিতাকেই স্মরণ করো। এই শেষ জন্মটি আমার নামে পদ্ম ফুলের মতন পবিত্র থেকে শুধুমাত্র আমাকেই স্মরণ করতে থাকো। এই একটি জন্ম আমার সহযোগী হও , যারা সহযোগ করবে তারাই ফল প্রাপ্ত করবে। তোমরা হলে ঈশ্বরীয় খোদা-ই খিদমদগার (সেবাধারী) । বাবা নিজেই ভারতের সেবা করেন তাইনা। বাবা বলেন বাচ্চারা তোমাদের যোগ্য হতে হবে। গুণও নিশ্চয়ই থাকা চাই। এখানে গুণবান হতে হবে। তারপরে ২১জন্মের জন্যে দেবতা রূপে রাজত্ব করবে। বাবা বুঝিয়েছেন কৃষ্ণের ছবিটি খুবই সুন্দর। নরককে লাথি মারছে, হাতে স্বর্গ নিয়েছে।

এইসব কায়দা ভারতেই আছে। কারো মৃত্যু হলে মুখ রাখা হয় শহরের দিকে, পা রাখা হয় শ্মশানের দিকে । আবার যখন শ্মশানের কাছে পৌঁছে যায় তখন মুখ ফিরিয়ে শ্মশানের দিকে করা হয়। এখন তো তোমরা জীবিত অবস্থায় যাওয়ার জন্যে তৈরি হও তাই মুখ নতুন দুনিয়ার দিকে হওয়া উচিত। সুখধামে যেতে হবে শান্তিধাম হয়ে। এ হল বেহদের কথা। পুরানো দুনিয়াকে লাথি মারছ , নতুন দুনিয়ায় যাচ্ছ তাই এই দুঃখধামকে ভুলতে হবে। সুখধাম ও শান্তিধামের কথা স্মরণ করতে হবে। যদিও তোমরা দুঃখধাম আছো , কিন্তু সেখানকার স্মরণ করো। অব্যভিচারী যোগ চাই, এক বাবা অন্য কেউ নয়। খুব ভালো ভাবে সহজ রীতিতে বোঝান হয়। অর্জুন অনেক শাস্ত্র পড়েছিল, তাই তাকে বলা হল এইসব ভুলে যাও, যিনি পড়িয়েছেন তাঁকেও ভুলে যাও। বাবাও এমনই বলেন। এখন যা কিছু শুনেছ সব ভুলে যাও। আমি তোমাদের সকল শাস্ত্রের সার তত্ব বোঝাচ্ছি। সত্যখণ্ডের মালিক করছি। সে তোমাদের মিথ্যাখণ্ডের মালিক করে। বাবা বলেন এবারে নির্ণয় করো যে আমরা ঠিক নাকি তোমাদের কাকা, মামা বা শাস্ত্রবাদীরা ঠিক ? সেই যুদ্ধ হল হদের কিন্তু তোমাদের হল অসীমের যুদ্ধ। যার দ্বারা তোমরা অসীমের রাজত্ব প্রাপ্ত করো। বাবা বলেন এই বিকার এবারে দানে দিয়ে দাও। এখন পুরুষার্থ না করলে খুব আফসোস হবে, তাই গাফিলতি করা ছাড়ো, সার্ভিসে যুক্ত হও, কল্যাণকারী হও। এই কলিযুগে অগাধ দুঃখ আছে। এখনো তো অনেক দুঃখের পাহাড় সামনে আসবে তারপরে সত্যযুগে সোনার পাহাড় সামনে থাকবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহ পূর্ণ স্মরণ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) 'অল্ফ' আর 'বে' স্মরণে রাখার জন্যে সাধারণ ভাবে পড়াশোনা করতে এবং করাতে হবে। অব্যভিচারী স্মরণে থাকতে হবে। এই মিথ্যাখন্ডকে বুদ্ধি দ্বারা ভুলতে হবে।

২) ঈশ্বরীয় সেবক রূপে ভারতকে অপবিত্র থেকে পবিত্রে পরিণত করার সেবা করতে হবে। বাবার সম্পূর্ণ সহযোগী হতে হবে।

বরদান :- দেহ, দেহের সম্বন্ধ এবং দেহ সম্বন্ধিত পদার্থের বন্ধন থেকে মুক্ত জীবনমুক্ত ফরিস্তা হও ।

ব্যাখা: ফরিস্তা অর্থাৎ পুরানো দুনিয়া ও পুরানো দেহের প্রতি মমত্বের সম্বন্ধ নেই যার। দেহের সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ তো আছে কিন্তু মমত্বের সম্বন্ধ নেই। কর্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে কর্মের সম্বন্ধে আসা আলাদা কিন্তু কর্মবন্ধনে আসবেনা। ফরিস্তা অর্থাৎ কর্ম করাকালীন কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত থাকা। না-ই দেহের বন্ধন , না দেহের সম্বন্ধের বন্ধন , না দেহ সম্বন্ধীয় পদার্থের বন্ধন থাকবে --- এমন বন্ধন মুক্ত আত্মারাই জীবনমুক্ত ফরিস্তা হয়।

শ্লোগান - স্থূল সম্পত্তি থেকেও অধিক মূল্যবান হল --- রুহানী স্নেহের সম্পত্তি।